119

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ক্যাম্পাস

গণতান্ত্রিক সরকারের শিক্ষা আন্দোলন

নুরুল আলম

এ কটা কথা সহজেই বোঝা যায় যে, গণতন্ত্র ও স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে আমূল পার্থক্য বিরাজমান। আর তাই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রক্রিয়া এক হতে পারে না। বলাবাহুল্য যে, গণতন্ত্রে গণমতের মূল্যায়ন হয়, স্বৈরতন্ত্রে ব্যক্তির মূল্যায়ন। কিন্তু প্রশ্ন ওঠে তখন, যখন দেখা যায় গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও স্বৈরতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পাশাপাশি অবস্থান করে।

বাংলাদেশে আজ প্রতিষ্ঠিত জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সরকার। একই সাথে রয়েছে জনগণ সমর্থিত শক্তিশালী বিরোধী দল। যা বাংলাদেশের ইতিহাসের বিরল ও তাৎপর্যময় অধ্যায়। আজ যারা জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে সরকার ও বিরোধী দলের সারিতে আছেন তাঁদের কাছে জনগণের কিছু প্রত্যাশা থাকবে, আর তা-ই স্বাভাবিক। আর সে দিকে লক্ষ্য রেখেই সরকার ও বিরোধী দলকে খুঁজে বের করতে হবে জনগণের প্রত্যাশা কি এবং সে নিরিখে বিচার করেই জনগণের প্রত্যাশাকে প্রাপ্তিতে রূপ দিতে হবে। কারণ, এ দায়িত্ব সরকার ও বিরোধী দলের একার নয় এবং একা কোন দলের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই যৌথভাবে আলোচনার মাধ্যমে সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। প্রয়োজনবোধে সাধারণ জনগণকেও আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

সরকার যদি বিরোধী দলকে এড়িয়ে গিয়ে জনকল্যাণকর কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তবে সেই সিদ্ধান্তের পক্ষে বিরোধী দল সরকারের প্রশংসা করতে হবে এবং কোন জনঅকল্যাণকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ বা সমালোচনা করতে হবে বিরোধী দলকে এবং জনসমর্থিত সিদ্ধান্ত সরকারকে বাতলে দিতে হবে। এসব পদক্ষেপ থেকে যদি বিরোধী দল দূরে সরে থাকে তবে জনগণ বিরোধী দলকে অবশ্যই বয়কট করবে। এতসব ভূমিকার অবতারণা করা হয়েছে গতমাসে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি ঘোষণার কারণে। ২৫ ডিসেম্বর ১৯৯৩ তারিখে দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিটির দ্বিতীয় ধারায় বলা হয়েছে, "যদি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার্থীগণ পূর্ববর্তী তিন বছরের বোর্ডের পাসের গড় হারের শতকরা ৬০ ভাগ হারে পাস না করে, তা হলে সে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত কিংবা শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন-ভাতা বাবদ অনুদান প্রাপ্তি নবায়নের জন্য বিবেচিত হবে না।" সিদ্ধান্তটি গৃহীত হয়েছে "ভবিষ্যতে উন্নয়ন কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্তি এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন-ভাতাদি বাবদ অনুদান প্রদান ও নবায়নের জন্য পূর্ববর্তী তিন বছরের পরীক্ষা পাসের হার ভিত্তি করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন" করার সরকারী সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে। তাই বিজ্ঞপ্তির ষষ্ঠ ধারায় "শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানগণকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, উদারভাবে পরীক্ষার্থী নির্বাচনের কারণে যদি তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফলাফল খারাপ হয় এবং ফলশ্রুতিতে তারা সরকারী উন্নয়ন কার্যক্রম কিংবা অনুদান হতে বঞ্চিত হন... তজ্জন্য তারা ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকবেন।"

এখানে দেখার বিষয় হচ্ছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ সিদ্ধান্ত আজকের প্রেক্ষাপটে কতটা যুক্তিযুক্ত। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণভাবে এ সিদ্ধান্তকে অনেকেই অভিনন্দন জানাবে, কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে দেখা যায় এ সিদ্ধান্তে যতটুকু উপকার হবে তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতি হবে। এ সিদ্ধান্তের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে গ্রামের জনসাধারণ। সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নকলের সর্বগ্রাসী প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলছে। অবশ্য সরকার নকলরোধে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন এবং ইতোমধ্যে এ প্রচেষ্টার কিছুটা হলেও সুফল লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষকদের হুমকি দিয়ে সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাতে সরকারের নকলরোধ প্রচেষ্টা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হবে। এবং নকল প্রবণতা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি।

সরকার এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে স্ববিরোধী ভাবমূর্তি গড়ে তুলছে। সারা বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে তাল মেলাতে হলে আমাদের শিক্ষার মান আরও বাড়াতে হবে। আর শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন সমূলে নকলরোধ। নকলরোধের জন্য প্রয়োজন সুস্পষ্ট পদ্ধতির অবলম্বন। অনেক সময় দেখা যায় উদ্দেশ্য ভাল থাকলেও পদ্ধতিগত ত্রুটির কারণে উদ্দেশ্য সফল হয় না। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে উদ্দেশ্যের সাথে পদ্ধতির সামঞ্জস্যকরণ অত্যাবশ্যক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সিদ্ধান্তে পাসের হার বাড়বে সত্য কিন্তু শিক্ষার মান সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে যাবে এবং নকলের সর্বগ্রাসী স্রোত অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বেড়ে যাবে। কারণ গ্রামের স্কুলগুলোতে অনেক সময় প্রভাবশালীদের চাপের মুখে অযোগ্য পরীক্ষার্থীকেও নির্বাচন করতে শিক্ষকরা বাধ্য হন। বলা চলে অনেকটা তা তাদের নিরাপত্তার খাতিরে। এ অবস্থায় নকলরোধ ও শিক্ষার মান প্রকৃত অর্থে বাড়াতে হলে শিক্ষকদের বেতন ভাতা ও অনুদান বন্ধ নয় বরং প্রয়োজন শিক্ষকদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান, নকলরোধে শিক্ষকদের উৎসাহ প্রদান, নকলের ভয়াবহতা প্রচার মাধ্যমে প্রচার করে, গণসচেতনতা সৃষ্টি করা নকলে সাহায্যকারী শিক্ষক ও অভিভাবকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, যোগ্য পরীক্ষার্থী নির্বাচনের জন্যে শিক্ষকদের পুরস্কার প্রদান; ভুঁইফোড় স্কুল নিষিদ্ধকরণসহ আরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

গ্রামের স্কুলগুলোতে অনেক সময় প্রভাবশালীদের চাপের মুখে অযোগ্য পরীক্ষার্থীকেও নির্বাচন করতে শিক্ষকরা বাধ্য হন। বলা চলে অনেকটা তা তাদের নিরাপত্তার খাতিরে। এ অবস্থায় নকলরোধ ও শিক্ষার মান প্রকৃত অর্থে বাড়াতে হলে শিক্ষকদের বেতন ভাতা ও অনুদান বন্ধ নয় বরং প্রয়োজন শিক্ষকদের সার্বিক নিরাপত্তা প্রদান, নকলরোধে শিক্ষকদের উৎসাহ প্রদান, নকলের ভয়াবহতা প্রচার মাধ্যমে প্রচার করে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা, নকলে সাহায্যকারী শিক্ষক ও অভিভাবকদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা, যোগ্য পরীক্ষার্থী নির্বাচনের জন্যে শিক্ষকদের পুরস্কার প্রদান, ভুঁইফোড় স্কুল নিষিদ্ধকরণসহ আরও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

শিক্ষা বিষয়ক এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন- যারা শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন জড়িত আছেন, যাদের সত্যি সত্যিই প্রখর মেধা, ব্যুৎপত্তি, অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের সংযুক্তি ঘটিয়ে সকল প্রকার সমস্যা চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে সচল গতিশীল ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। মনে রাখতে হবে সমস্যা সমাধান করতে গিয়ে যাতে নতুন সমস্যা সৃষ্টি না হয়। বাংলাদেশের শিক্ষাক্ষেত্রে আজ সর্বত্র যে অবস্থা বিরাজ করছে তাতে প্রত্যেকটি সচেতন মানুষই চাইবেন এর পরিবর্তন অত্যাবশ্যকীয়। অনিয়ম, দুর্নীতি, বিশৃঙ্খলা-নৈরাজ্য সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ছেয়ে পড়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বর্তমান অবস্থাদৃষ্টে মনে পড়ে একটি গানের প্যারডির অংশবিশেষ—

"আমার জীবন দেড় সের ওজন
হতাশায় আধপোয়া কমেছে
বাকিটাও যাওয়ার জো হয়েছে।"

এতসব বিশৃঙ্খলা থেকে জাতিকে মুক্ত করতে পারে একটি সুস্পষ্ট যুগোপযোগী শিক্ষানীতি। আজ জনগণ তাদের নির্বাচিত সরকারের কাছে একটি সুস্পষ্ট ও গণমুখী শিক্ষানীতি প্রত্যাশা করছে একটি শিক্ষিত জাতি গঠনের লক্ষ্যে। আজ জনগণ প্রতীক্ষায় আছে কবে তাদের প্রত্যাশা প্রাপ্তিতে রূপ নেবে।